ঢাকা ধর্মপালের পালকীয় পত্র

জুবিলী লোগো

"পুণ্যবর্ষ ঃ দয়ার জয়ন্তী"

খ্রিষ্টেতে প্রিয়জনেরা,

পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আপনাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করুক।

প্রভু যীশু একবার বলেছিলেন: "তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" (লুক ৬:৩৬)। প্রভু যীশুর এই আহ্বান পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে। সেই আহ্বানের সাথে একাত্ম হয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বজনীন মণ্ডলীর জন্যে বিশেষ "পুণ্যবর্ষ" ঘোষণা করেছেন যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পিতার মতো দয়ালু হওয়া। পুণ্যবর্ষটি ঘোষণা হয়েছে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পর্বদিনে, অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি. এবং তার সমাপ্তি হবে ২০শে নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি. খ্রিষ্টরাজার মহাপর্বদিনে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা-সমাপ্তির পঞ্চাশ বছরের জুবিলীকে ঘিরে পোপ মহোদয় এই বিশেষ পুণ্যবর্ষ ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা খ্রিষ্টমণ্ডলীকে দয়াময়ী 'মাতা" রূপে দেখতে চেয়েছেন। মণ্ডলীকে দয়ময়ী মাতা রূপে প্রকাশ করার বাসনায় পুণ্যপিতা পোপ "দয়ার জুবিলী" বা "দয়ার জয়ন্তী" আখ্যা দিয়ে পুণ্যবর্ষ ঘোষণা করেন। (পোপ ফ্রান্সিসের নির্দেশপত্র: *দয়ার মুখচ্ছবি*)। পোপ বলেছেন যে, "দয়ার মিশনকর্ম ও সাক্ষ্যদান আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হলে মণ্ডলীকে একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা ও আত্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সূচনা করতে হবে"। অতএব "দয়ার জয়ন্তী" কোন সামাজিক উৎসব নয় বরং ভালবাসা, দয়া ও ক্ষমা লাভ করা ও তা অন্যের কাছে প্রদর্শন করার আনন্দই হবে জুবিলীর মূল লক্ষ্য ও সাধনা। (দ্র: লেবীয় ২৫)

"দয়ার জয়ন্তী" বর্ষের জন্য পোপ তিনটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। **প্রথমত,** "আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যীশু, যিনি আমাদের উত্তম মেষপালক, তিনি আমাদেরকে খোঁজ করতে আমাদের মধ্যে এসেছেন। তিনি আমাদেরকে ফিরে পেয়েছেন, তার সেই ফিরে পাওয়ার আনন্দ যেন আমরা আরও দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি।" **দ্বিতীয়ত,** ঈশ্বরের দয়ালাভে আমরা যেন দয়ালু হয়ে উঠি এবং আমরা যেন অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করি ও দয়ার সাক্ষ্যদান করি। **তৃতীয়ত,** ঈশ্বরের দয়াময় হৃদয় যেন আমরা আবিষ্কার করি এবং সেই হৃদয়ে যেন আমরা বাস করতে পারি।

খ্রিষ্টেতে প্রিয়জনেরা,

প্রথমত, "দয়ার জয়ন্তী"র পুণ্যবর্ষে আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করব যে, ঈশ্বর "পিতা" ও "মাতা" রূপে আমাদেরকে ভালবাসেন। আমরা আমাদের নিজেদের ধার্মিকতার ফলে মুক্তি পাইনি বরং ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়ার কারণে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করেছি। ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা আমাদের মধ্যে জাগাবে ক্ষমা ও মুক্তির আনন্দ। দয়া প্রদর্শন করতে আমরা আহ্বান পেয়েছি, কেননা প্রথমেই ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। মণ্ডলীর জীবনের ভিত্তি হচ্ছে দয়া; আর মণ্ডলী হবে দয়াময়ী জননী।

দ্বিতীয়ত, মঙ্গলসমাচারে যীশুর কেন্দ্রীয় শিক্ষা হচ্ছে স্বর্গস্থ পিতার দয়া। যীশু নিজেই স্বর্গস্থ পিতার "দয়ার মুখচ্ছবি"। স্বর্গস্থ পিতার মুখচ্ছবি হয়ে যীশু মানুষের কাছে দয়া প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও ধ্যান এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুতে প্রকাশিত ঈশ্বরের দয়াময় হৃদয় আবিষ্কার করব এবং সেই হৃদয়ে প্রবেশ করে দয়ায় সিক্ত করব আমাদের হৃদয়। এই পুণ্যবর্ষে আমরা মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যীশুর জীবনের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করব। যীশুর জন্ম ও মানবদেহধারণ, ঐশরাজ্য সম্পর্কে যীশুর সকল শিক্ষা, কাজ ও দৃষ্টান্ত, যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান স্বর্গস্থ পিতার ভালবাসা ও দয়ারই মুখচ্ছবি। জুবিলী লোগোতে প্রকাশিত উত্তম মেষপালক যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরপিতা ও মানুষের মধ্যকার একাত্মতার প্রতিচ্ছবি। এই ছবি ধ্যানে আমরা উপলব্ধি করব মানুষের জন্য ঈশ্বরের দয়া।

মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যীশুর দয়া ও মমত্ববোধ মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছে। সমাজ যাদেরকে শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে বাইরে ঠেলে দেয়, বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন করে রাখে, কুষ্ঠরোগী ও পাপী, বিশেষ করে পতিতা নারীদের প্রান্তিক করে রাখে ও ভালবাসাহীন শাস্তি প্রদান করে, তাদেরকে যীশুর ভালবাসা, দয়া ও ক্ষমা আকর্ষণ করেছে। যীশু তাদেরকে মুক্ত করে সামগ্রিকভাবে নিরাময় করেছেন। যীশু দেখেছেন যে, কিছু লোক আছে যারা ভালবাসা ও কোমলতার মতো ভাল কাজেও বিঘ্ন পায়। যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে ফিরে পাওয়ার পথে যীশু হেঁটেছেন। পোপ বলেন যে, মণ্ডলীতে আমাদেরকেও সেই নতুন পথে হাটতে হবে, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে, নতুনভাবে কাজ করতে হবে। পুণ্যবর্ষ হচ্ছে দয়া প্রদর্শনের সময়, ক্ষত নিরাময়ের সময়, সবার কাছে ক্ষমা ও পুনর্মিলনের পথ দেখানোর সময়। "মণ্ডলীর জন্য সময় এসেছে যেন পুনরায় দয়ার আনন্দবার্তার আহ্বানে মণ্ডলী সাড়া দেয়... মূলে ফিরে যায়, ভাইবোনের দুর্বলতা ও জীবন-সংগ্রামের প্রতি আরও সহনশীল হয়"(দয়ার মুখচ্ছবি ১০)।

তৃতীয়ত, পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "মঙ্গলসমাচার অনুসারে ঐশদয়ায় জীবন-যাপনের বাণী ঘোষণা করার জন্য মণ্ডলীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন-না-কোন ভাবে দয়ার এই মঙ্গলসমাচার প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করবে" (দয়ার মুখচ্ছবি ১২)। পোপ ফ্রান্সিস তার নির্দেশপত্রে, পুণ্যবর্ষ পালনের রীতি অনুসারে, কতিপয় উপায় উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে মণ্ডলী এই পুণ্যবর্ষ যাপন করতে ও ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ করতে পারে।

"দয়ার জয়ন্তীর পুণ্যবর্ষে" পোপের নির্দেশনার সাথে একাত্ম হয়ে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা ধর্মপ্রদেশের পালকীয় অধিবেশনে "পরিবারে দয়াময় জীবন" বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। পোপ মহোদয়ের "নির্দেশনাপত্র" ও ধর্মপ্রদেশের "ঘোষণাপত্র" অনুসরণে পুণ্যবর্ষ পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং পুণ্যবর্ষের সাধনা ও কর্মসূচীর জন্য কয়েকটি বিষয় আপনাদের নিকট তুলে ধরছি:

তীর্থযাত্রা: "দয়ার জয়ন্তীর পুণ্যবর্ষে" রোম নগরীতে বা স্থানীয় কোন পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা হবে একটি বিশেষ পুণ্যপন্থা, "দয়ার নিদর্শন" ও মনপরিবর্তনের জন্য প্রেরণা। পুণ্যবর্ষে তীর্থস্থান রূপে ধর্মপ্রদেশের তিনটি গির্জা নির্ধারণ করা হয়েছে: ঢাকানগরীর অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার কাথিড্রাল গির্জা, নাগরীস্থ পানজোরার সাধু আন্তনির গির্জা এবং হাসনাবাদের জপমালা রাণী মারীয়ার গির্জা। এই তিনটি গির্জায় "পুণ্য দ্বার" আনুষ্ঠাকিভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। পুণ্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিদাতা প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করা। যীশুই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র দ্বার। "আমি সেই দরজা!.. যে-কেউ আমার মধ্য দিয়েই ভেতরে যায়, সে রক্ষা পাবে; সে ভেতরে আসবে ও বাইরে যাবে, আর চারণভূমির পথ খুঁজে পাবে" (যোহন ১০:৯)। পুণ্যদ্বার হল প্রভুর দ্বার, এসো আমরা এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করি; লাভ করি তাঁর অসীম দয়া ও ক্ষমা।

সারাবছর ধরে তীর্থযাত্রীরা এই "পুণ্য দ্বার" দিয়ে প্রবেশ করে ঈশ্বরের দয়া লাভ করার আগ্রহ ও সাধনায় অনুপ্রাণিত হবে এবং সেই দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্যের কাছে দয়া প্রদর্শন করার পুণ্য আশিষ লাভ করবে। পুণ্যবর্ষে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিবার হিসেবে তীর্থযাত্রা করে পরিবারের জন্য দয়া উপলব্ধি করতে আপনাদেরকে উৎসাহিত করছি।

অন্যের প্রতি দয়া দেখাতে হলে পুণ্যবর্ষের তীর্থযাত্রায় যে পথ আমরা অবলম্বন করব তা হচ্ছে যীশুর এই নির্দেশ: "পরের বিচার করতে যেয়ো না, তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না। পরকে দোষী করো না, তাহলে তোমাদেরও দোষী করা হবে না। পরকে ক্ষমা করো, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে। তোমরা দান কর, তাহলে তোমাদেরও দান করা হবে" (লূক ৬:৩৭-৩৮)।

দণ্ডমোচন লাভ: "দয়ার জুবিলীর পুণ্যবর্ষ"-এর সাথে যুক্ত থাকবে "দণ্ডমোচন" পাওয়ার ব্যবস্থা। পাপ করার ফলে পাপের কু-প্রভাব থেকে আমরা কেউ-ই মুক্ত নই। তথাপি ঈশ্বরের দয়া পাপের দাসত্বের চেয়ে আরও শক্তিশালী। "স্বর্গস্থ পিতার দণ্ডমোচন খ্রিষ্টের বধু অর্থাৎ মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পাপীদের কাছে পৌঁছে যায়; যাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে তারা সকল ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছে। পাপে আবার পতিত না হয়ে, ভালবাসায় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এবং প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে দণ্ডমোচন আমাদেরকে সক্ষম করে।" (এম.ভি. ২২)

পুণ্যবর্ষে দণ্ডমোচন নিয়ে জীবনযাপন করার অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর যে মানুষের পাপ ক্ষমা করেছেন এই নিশ্চয়তায় স্বর্গস্থ পিতার দয়ার আশ্রয়ে সমগ্র জীবন যাপন করা। দণ্ডমোচন লাভ করা হচ্ছে মণ্ডলীর পবিত্রতা উপলব্দি করা। তাই পোপ আহ্বান জানিয়েছেন: "আসুন আমরা পিতার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এবং দয়াপূর্ণ 'দণ্ডমোচন'-এ স্নাত হয়ে আরও গভীরতায় পুণ্যবর্ষ উদ্‌যাপন করি" (দয়ার মুখচ্ছবি ২২)।

দয়ার জয়ন্তীর পুণ্যবর্ষে "পূর্ণ দণ্ডমোচন" লাভ করতে হলে যে শর্তগুলো সম্পন্ন করতে হবে তা হল: (১) পুণ্যবর্ষে নির্ধারিত পুণ্যস্থানে অন্ততঃ একবার তীর্থ করা। তীর্থযাপনের সময়ে অথবা তার কুড়ি দিন পূর্বে বা পরে অন্ততঃ একবার সারাজীবনের পাপ স্বীকার করা, খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা এবং পুণ্যপিতা পোপের উদ্দেশ্যের জন্য একবার *প্রভুর প্রার্থনা* ও একবার *প্রণাম মারীয়া* প্রার্থনা বলা; এবং (২) এক বা একাধিক দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দয়ার কাজ করা।

দ্রষ্টব্য: বয়স ও অসুস্থতার কারণে যারা তীর্থ করতে অপারগ তারাও তাদের অবস্থাকে যীশুর যাতনাভোগ-মৃত্যু-পুনরুত্থানের রহস্যের সাথে মিলিয়ে ধ্যান ক'রে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা-সংগ্রামে আনন্দময় বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে উপরোক্ত করণীয়গুলো পালন করলে তারা পুর্ণ দণ্ডমোচন লাভ করতে পারবে।

দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দয়ার কাজ: দয়ার জয়ন্তীর এই পুণ্যবর্ষে আমরা দৈহিক ও আত্মিক দয়ার কাজসমূহের প্রতি আরও মনোযোগী হব। মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি যারা দীনদরিদ্র তারা ঈশ্বরের দয়া লাভ করেছে। আমাদের বিবেক মঙ্গলসমাচরের ঐ শিক্ষায় আরও জাগ্রত হবে। *দৈহিক দয়ার কাজসমূহ* আমরা যেন নতুনভাবে জীবনসাধনায় নিয়ে আসি: ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, কারারুদ্ধকে সান্ত্বনাদান, অসুস্থকে সেবাদান, মৃতদের সৎকার সাধন। *আত্মিক দয়ার কাজসমূহ* খ্রিষ্টীয় জীবন সাধনায় আরও গুরুত্ব দিতে সচেষ্ট হব: পাপীকে সুপথে আনয়ন, অজ্ঞকে শিক্ষাদান, সংশায়াপন্নকে সুপরামর্শদান, দুঃখীকে সান্ত্বনাদান, অন্যায়ের মাঝে ধীরচিত্ত থাকা, অপরাধের ক্ষমা করা, জীবিত ও মৃতের কল্যাণ প্রার্থনা করা। (দয়ার মুখচ্ছবি ১৫)

যে-পরিবারগুলো নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, যেখানে প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে, সুবিধা-বঞ্চিত ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রয়েছে, তাদের প্রতি সামর্থ অনুসারে দয়া প্রদর্শন করা হবে পরিবারের বিশেষ সাধনা। বর্ধিত পরিবারের সকলের মধ্যে দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্ব পাবে। অন্য ধর্মাবলম্বী পরিবারের প্রতি দয়া করার আবেদনও থাকবে আমাদের পরিবারে। পারিবারিক ভাবে দয়ার কাজ পরিবারের জন্য নিয়ে আসবে অনেক আশীর্বাদ।

ঢাকা ধর্মপ্রদেশে ও তার আওতাধীন সকল ধর্মপল্লীতে কার্যরত বিভিন্ন সংঘ-সমিতি ও সংস্থা-প্রতিষ্ঠানগুলো যে যে দয়ার কাজে জড়িত সেই বিষয়ে তারা সম্মিলিতভাবে ধ্যান-প্রার্থনা, আলাপ-আলোচনা, আত্মমূল্যায়ন ও নতুন দিগনির্দেশনা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দয়ার পুণ্যবর্ষ উদ্‌যাপন করবে। পুণ্যবর্ষের উদ্দেশ্য অনুসারে বিভিন্ন বয়স, জীবনাহ্বান ও জীবনপেশা অনুযায়ী সমবেত হয়ে দয়ার জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সকলেই আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হবে। এই পুণ্যবর্ষে প্রতিটি ধর্মপল্লী তার ভক্তজনদের অংশগ্রহণে দীনজনদের মাঝে দয়ারকাজের জন্য একটি দয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ করছি।

তপস্যাকাল: পুণ্যবর্ষে তপস্যাকালটি অধিকতর গুরুত্ব ও গভীরতা লাভ করবে। পোপের প্রত্যাশা অনুসারে পুণ্যবর্ষেও তপস্যাকাল হবে "ঈশ্বরের দয়া উপলব্ধি ও উদযাপনের এক শুভ সুযোগ (দয়ার মুখচ্ছবি ১৭)।" তপস্যাকালের সাধনার জন্য প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজ বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করবে। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের প্রকৃত অর্থ এবং ভক্তের সাধনা পুরণ করার জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে (৫৮:৬-১১)। তপস্যাকালে শাস্ত্রের এই অংশটি বারবার পাঠ ও ধ্যান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তপস্যাকালীন সাধনাগুলো পারিবারিকভাবে পালন করার জন্যও অনুরোধ করছি।

"প্রভুর জন্য ২৪ ঘন্টা উদ্‌যাপন": তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারের পূর্বে শুক্রবার ও শনিবার, অথবা আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নির্দিষ্ট দিনে "প্রভুর জন্য ২৪ ঘন্টা উদ্‌যাপন" সময়টি প্রতিটি ধর্মপল্লীতে "ঐশদয়া উদ্‌যাপন" হিসেবে পালিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে থাকবে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, প্রস্তুতিমূলক ক্ষমা-অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পাপস্বীকার। যারা পাপস্বীকার করবে তারা যেন ক্ষমার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে। যারা পাপস্বীকার শুনবেন তারা ক্ষমাযাচনাকারীকে স্বর্গস্থ পিতার দয়ার দ্বারে পৌঁছে দিতে পারেন। পোপের পুণ্য-দপ্তরের নিকট যেসব পাপক্ষমা করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে তার ক্ষমা লাভের জন্য ধর্মপালের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। (দয়ার মুখচ্ছবি ১৭, ১৮)

খ্রিষ্টেতে প্রিয়জনেরা,

দয়ার পুণ্যবর্ষের প্রার্থনা: দয়ার পুণ্যবর্ষ উপলক্ষে ইতিমধ্যে পোপ দ্বারা রচিত একটি প্রার্থনা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। পুণ্যবর্ষের বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে প্রতিটি ঘরে এই প্রার্থনাটি করার আবেদন রাখছি। উক্ত প্রার্থনাটির শেষ অংশে উল্লেখিত এই ধ্যান আমাদের অন্তরে অনুরণিত হয়ে থাকুক প্রতি ক্ষণে:

"হে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট, ... তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর এবং আমাদের প্রত্যেককে তাঁর অভ্যঞ্জণে পবিত্রীকৃত কর, যেন এই দয়ার জয়ন্তী প্রভুর অনুগ্রহের বর্ষ হয়ে উঠে; এবং তোমার মণ্ডলী যেন নবতর আগ্রহে দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা বয়ে আনতে, বন্দী ও পদদলিতকে মুক্তি দিতে, এবং অন্ধকে নবদৃষ্টি দান করতে পারে।

দয়ার মাতা ধন্যা মারীয়ার মধ্যস্থতায়, তোমার কাছে এই মিনতি করি, হে প্রভু যীশু, তুমি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিরাজমান ও রাজত্ব করছ যুগে যুগান্তরে। আমেন।"

আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
ধর্মপাল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৫